পরিমার্জিত সংস্করণ

প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি

মাহমুদ বিন নূর

মাকতাবাতুল ইবরাহীম

বইটি যেভাবে সাজানো হয়েছে

অশ্রুসিক্ত নয়ন—১১
অভিশপ্ত দৃষ্টি—২৯
দাড়ি—৪১
ধ্বংসাত্মক প্রেমাসক্তি—৫৫
না না, দাইয়ুস হয়ে জাহান্নামে যেতে চাই না—৬৯
মৃত্যুর কোন সময় সীমা নেই—৭৭
বন্ধু তো নয়, সে হচ্ছে শয়তানের প্রতিচ্ছবি—৮৫
রিয়া— লোকদেখানো আমল—৯৫
আমরা সবাই জান্নাত প্রত্যাশা করি অথচ জান্নাতে যাওয়ার কাজ করিনা—১০৫

অশ্রুসিক্ত নয়ন

ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে লম্বা একটা ঘুম হল হাসিবের। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো যখন তার মুখমন্ডল স্পর্শ করল সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেল। মোবাইলের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় আটটা বেজে গেছে। এদিকে ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে, বাসায়ও কেউ নেই যে তাকে রান্না করে দিবে। সবাই গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। এদিকে এখন রান্নাবান্না করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল আজকে রেস্তোরাঁ থেকে সকালের নাস্তা করবে। ফ্রেশ হয়ে বাসার নিচেই একটা রেস্তোরাঁতে গেল। একজন ওয়েটারকে ডেকে নাস্তা অর্ডার করলো। কিছুক্ষণ পর হাসিবের ঠিক পেছনের টেবিলেই চারজন ছেলে এসে বসল। ছেলেগুলো একটু হৈচৈ করছিল, হাসিব বুঝতে পারে তারা একটু দুষ্ট প্রকৃতির। তাদের চারজনের মধ্য থেকে একজন ওয়েটারকে ডাক দিল,

— এই মামা, আমাদের চার জনকে ৮টা রুটি দেন তো, সাথে গরুর পায়া সহকারে নেহারি দিবেন।

অনেকদিন পর সকাল সকাল চার বন্ধুর দেখা। তারা হল রাকিব, হাবিব, শামীম এবং সিয়াম। তাদের মাঝে পরস্পর কথোপকথন হচ্ছে—

হাবিব — কিরে রাকিব, রাসেলের কোনো খোঁজ পেলি?

রাকিব — আর বলিস না, ব্যাটা পুরাই গেছে। একদম ছ্যাঁকা খেয়ে বেঁকা হয়ে গেছে। এক মেয়ের পিছনে ছুটে জীবনটা একদম শেষ করে দিচ্ছে। গত কয়েকদিন আগে আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম, তখন সে আমায় দেখতে পেয়ে আমার গলায় ধরে এত কান্নাকাটি করেছে যা মুখে বলে প্রকাশ করতে পারবো না। ছেলেটা একদম পাল্টে গেছে। আমাদের সেই রাসেল এখন আর আগের মত নেই। তাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

আমার একটা জিনিস বুঝে আসেনা, মানুষ ছ্যাঁকা খেয়ে এত কাঁদে কিভাবে! জানিস আমার যেদিন ব্রেকাপ হয়েছিল সেদিন আমার বিন্দুমাত্র কান্না আসেনি। যেদিন সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় সেদিন মনে হয়েছে মাথা থেকে বোঝাটা সরে গেছে। তবে কোনোদিন অঝর ধারায় কান্না করিনি, তা কিন্তু নয়। আমি সব থেকে বেশি কেঁদেছি সালমান খান এর "তেরে নাম" মুভি দেখে, জানিস ঐ দিন মুভিটি দেখার পর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি।

হাবিব — আরে ব্যাটা, তুই আছিস মুভি নিয়ে! আমি তো কোনোদিন মুভি দেখে কান্না করিনি। তবে একদিন একটি নাটক দেখে এমন কান্না করেছি তোকে বলে বুঝাতে পারবো না। নাটকের মাঝে এমন কিছু সিন রয়েছে যেগুলো দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, কান্না করেছি। একদম মন খুলে কান্না করেছি। ঐদিনের কান্নাটাই আমার লাইফে বেস্ট ছিল।

শামীম — আরে ব্যাটা, তোরা আছিস নাটক আর মুভি নিয়ে, আমি আমার লাইফের সবথেকে বেশি কেঁদেছি, "বাংলাদেশ বনাম ইন্ডিয়া "-এর ক্রিকেট ম্যাচ দেখে। যেদিন বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার কাছে মাত্র এক রানে হেরে যায়। জানিস, ঐদিন এতটা কষ্ট পেয়েছি, আমার সারা জীবনেও কোনোদিন পাইনি। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম ম্যাচটা বাংলাদেশ-ই জিতবে। কিন্তু সকল ভাবনার জগতে পানি ঢেলে দিয়ে ম্যাচটা ইন্ডিয়া জিতে যায়।

সিয়াম — আরে ব্যাটা, এসব রাখ, আমি আমার লাইফে সব থেকে বেশি কেঁদেছি, যেদিন বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচে আর্জেন্টিনা জার্মানির কাছে হেরে যায়। আর্জেন্টিনা এত ভালো খেলে এভাবে হেরে যাবে কখনো কল্পনাও করতে পারিনি! এত বছর ধরে আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট করি, ঐদিন হারার পর এতটা কষ্ট পেয়েছি যা কোনোদিন পাইনি। সারারাত কেঁদেছি, কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে গেছি।

তাদের পেছনের টেবিলে থাকা হাসিব, এতক্ষণ ধরে তাদের কথোপকথন কান পেতে শুনছিলো। যদিও কান পেতে কারো কথোপকথন শোনা অন্যায়, আর হাসিব এই অন্যায়টি করতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের কথোপকথন এতটাই তিক্ত ছিল যে, কান না পেতে সে থাকতে পারেনি। তাদের কথোপকথন শোনার পর হাসিব ভাবছে কিভাবে তাদের সাথে কথা শুরু করবে? একবার ভাবছে অপরিচিত হয়ে তাদেরকে নসিহত করাটা ঠিক হবে না। আবার ভাবছে তারা তো অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। তাদেরকে আলোর সন্ধান দেয়া একজন মুসলমান হিসেবে এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব। মনে মনে উদিত হওয়া সকল ধারণাকে উপেক্ষা করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল তাদেরকে বুঝাতে হবে। পরস্পরে তাদের কথাবার্তা শেষ হলে তৎক্ষণাৎ সে

তার চেয়ার ছেড়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং কোনো ধরনের সংকোচ না করেই বললো-

— ভাইয়া, আমার কিছু কথা ছিল আপনাদের সাথে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলবো। তাদের মধ্য থেকে হাবিব বলে উঠলো, কে ভাই আপনি? আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না!

— আসলে ভাইয়া আমি কোনো এক অচিন দেশের অচিন পথিক, না চেনাটাই স্বাভাবিক। আর আমি অচেনা হয়ে আপনাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই যদি অনুমতি দেন।

— আচ্ছা বলেন, কি বলবেন?

— আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, আমি এতক্ষণ যাবত আপনাদের ঠিক পেছনের টেবিলেই বসা ছিলাম। আর আপনাদের মাঝে কিছু কথোপকথন হচ্ছিল। যদিও আপনাদের কথোপকথন শোনা আমার উচিত হয়নি, তবুও আপনাদের কিছু কথা আমার কর্ণকুহরে এমন ভাবে আঘাত করেছে যার ফলে আপনাদের দিকে পরিপূর্ণ মনোযোগ না দিয়ে আর পারলাম না। আপনাদের অনুমতি ব্যতীত আপনাদের পার্সোনাল কথাগুলো শোনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। দয়া করে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি শুনেছি আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের লাইফে সব থেকে বেশি অশ্রুসিক্ত হওয়ার কথা গুলো শেয়ার করেছেন। আপনারা কে কখন কি কারণে লাইফে সবথেকে বেশি কেঁদেছেন তা আমি শোনার মাধ্যমে বোধগোম্য হয়েছি। এবার আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি আমার লাইফের একটা ঘটনা শেয়ার করতে চাই,যেদিন আমি সব থেকে বেশি কেঁদেছিলাম। তারা সকলেই সমস্বরে বললো-

— জি অবশ্যই, কেন নয়? আমরাও শুনতে চাই আপনার সেই ঘটনাটা।

তখন সে বলতে লাগলো-

— উঠতি যৌবন, সদ্য কলেজে পা রেখেছি। পড়ালেখা,খেলাধুলা, ঘোরাফেরা, ইবাদত-বন্দেগি, সব মিলিয়ে খুব ভালো দিনকাল যাচ্ছিল। অবশ্য ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার শাসনে বড় হয়েছি। আমাদের পরিবারে ধার্মিকতার কোন ধরনের কমতি ছিল না। যার কারণে নিজেকে সবসময় ইবাদত বন্দেগিতে রাখতে পারতাম। আল্লাহ তাআলার রহমতে নিজেকে সবধরণের অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখতে পারতাম। তবে আপনারা হয়তো জানেন, যে যত বেশি পুণ্যের কাজ করে শয়তান তাকে বিপথগামী করার জন্য ততো বেশি কঠোর পরিশ্রম করে। সর্বদা তার পিছনে লেগে থাকে, সর্বদা তাকে প্ররোচনা দিয়ে বিভিন্ন অশ্লীল কাজে ধাবিত করতে চায়। এমনকি আমার পেছনেও এরকম শয়তান সব

সময় লেগে থাকত। বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন রকমের প্ররোচনা দিত। ঠিক তখনই আল্লাহর দরবারে বিতারিত শয়তান থেকে পানাহ চাইতাম। বেশি বেশি করে তওবা-ইস্তিগফার পড়তাম এবং নিজেকে ইবাদতের মাঝে মশগুল রাখতাম। একদিন কলেজে যাওয়ার পর জানতে পারি আজকে ক্লাস হবে না। তো সকল বন্ধুরা মিলে প্ল্যান করল আজকে সিনেমা দেখতে যাবে। আমাকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করলো, প্রথমত আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি হইনি। পরবর্তীতে তাদের অনুরোধে আমি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করি। তখন আমি বুঝতে পারিনি যে তারা তো আমার বন্ধু নয়। তারা হচ্ছে শয়তানের প্রতিচ্ছবি,আমাকে বিপথগামী করার মজবুত হাতিয়ার। যেখানে আমি সব সময় শয়তানের ধোঁকা থেকে পানাহ চেয়েছি। সেখানে বন্ধুর রূপ নিয়ে সে আমায় ধোঁকায় ফেলেছে। আমি কখনো ভাবতেও পারিনি সিনেমার হলে আমার পদাঙ্ক পৌঁছবে।

সিনেমা হলে ঢোকার সময় মনের অজান্তেই বুকের বাঁ পাশে ধুক ধুক শব্দ করছিল। অনেক ভয়ও হচ্ছিল। আমার ভয় দেখে বন্ধুরা বলল, আরে ভয় কিসের? কিছুই হবে না চল। আমি তাদের কথামতো সিনেমা হলে ঢুকে গেলাম। অবশেষে আমিও ডুবে গেলাম সাময়িক আনন্দ উল্লাসের মাঝে। সিনেমা শেষ করে অবশেষে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাড়িতে যাওয়ার পর জানতে পারি কলেজে ক্লাস হয় নাই এই সংবাদটা মা-বাবা জেনে গেছে। অবশেষে যখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সারাদিন কোথায় ছিলাম এ ব্যাপারে তখন আমাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হচ্ছিল। যে মিথ্যার আশ্রয় ইতিপূর্বে কোনোদিন নেইনি। একদিনে বড় বড় দুটি পাপ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তার ওপর আবার তিন ওয়াক্ত নামাজ কাজা, ভাবতেই কেমন জানি ঘৃণা লাগছিলো। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমাতে গেলাম। ক্লান্ত শরীরে খুব দ্রুত চোখে ঘুম চলে আসে। পরের দিন আবার বন্ধুদের সাথে সিনেমা দেখতে যাই। আমরা গ্রামে থাকতাম যার কারণে শহরের দূরত্ব মোটামুটি ভালই ছিল। সারাদিন সিনেমা দেখে সন্ধ্যার দিকে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেই।

দূরে থাকার কারণে আমাদের গ্রামে আসতে আসতে মোটামুটি অন্ধকার হয়ে যায়। গ্রামে ঢোকার পর আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। যে যার বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। আমি ও আমার বাসার দিকে হাঁটতে থাকি, কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ দেখলাম সামনে বিশাল আকৃতির কেউ দাঁড়িয়ে আছে, যার পা মাটিতে,আর মাথা আসমানের কাছাকাছি। তা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যাই, পা দুটো অনুব্রত কাঁপতে থাকে। হার্টবিট ধুকধুক শব্দ করতে থাকে। কিছুটা সাহস নিয়ে সামনে এগোলাম। তারপর কাঁদো কাঁদো স্বরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনি?

তিনি বললেন,আমি হচ্ছি মালাকুল মউত, আমি আমার প্রভুর কাছে আদিষ্ট হয়েছি তোমার জান কব্জ করার জন্য। সুতরাং তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। এই দুনিয়ার মায়া

দাড়ি

মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে পৌঁছা মাত্রই ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠলাম! আজানের ধ্বনি কানে আসা মাত্রই আমার মনে হলো আমার রব আমাকে ডাকছেন, আমি কি করে ঘুমিয়ে থাকতে পারি? ঘুম থেকে উঠে অজু করে মসজিদের দিকে রওনা দিলাম। অতঃপর ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে নামাজ শেষে প্রতিদিনের ন্যায় সূরা ইয়াসিন পাঠ করলাম। মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। দিনের শুরুতেই আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দিয়ে,প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো দ্বারা সুন্দর একটি মুহূর্ত, সুন্দর একটি দিন উপহারস্বরূপ পেলাম। প্রকৃতপক্ষে সুন্দর দিন আর সুন্দর মুহুর্ত তখনই লাভ করা যায় যখন রবের ডাকে সাড়া দেওয়া হয়।

ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে আজ ইউনিভার্সিটির প্রথম দিন। আমি (হাসিব) জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে অনার্স করছি। অনেকদিন পর ভার্সিটি খোলা হয়েছে, তাই মনে মনে ভাবলাম আজকে তো যেতেই হয়। অবশেষে রেডি হয়ে ভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ভার্সিটিতে যাওয়ার পর আমি জানতে পারলাম আজকে প্রথম দুইটা ক্লাস হবে না। সংবাদটা শোনার পর অনেকটা খারাপ ই লাগলো। কেননা ক্লাস মিস দেয়া আমার ভালো লাগেনা। দুটি ক্লাসে মোটামুটি দেড় ঘণ্টা সময়। তাই আমি ভার্সিটির সামনে যে গার্ডেনটা রয়েছে ঐ গার্ডেনের দিকে গেলাম। গার্ডেনে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম এক পাশে আমার দুই বন্ধু (সিয়াম, সাজিদ)বসে আড্ডা দিচ্ছে।

তাদেরকে দেখে মনের মাঝে একটা ভালো লাগা তৈরি হলো। মনে মনে ভাবলাম তাদেরকে পেয়ে ভালোই হলো কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো যাবে। অতঃপর

তাদের পাশে গিয়ে সালাম নিবেদন করলে, সিয়ামের কাছ থেকে প্রতিউত্তরে শুনতে হলো ,

— কি বন্ধু, আজকে হাই-হ্যালোর জায়গায় সালাম দিলি যে? আর তোর দাড়ি এত লম্বা লম্বা হয়ে গেছে কি করে! সেভ করার টাকা নাই নাকি?

— টাকা থাকবে না কেন? টাকা আছে। কিন্তু নবির সুন্নতের উপর আঘাত হানতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। এখন থেকে দাড়ি রেখে দেবো—ইনশাআল্লাহ।

— আচ্ছা আঙ্কেল, তুই দাড়ি রেখে দে। আর হ্যাঁ এখন থেকে অনেকের কাছ থেকে 'আঙ্কেল' ডাক টা শুনতে পাবি। তাই আমাদের কাছ থেকেই শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে নে।

— আরে ব্যাটা, যেদিন দেখতে পাবো সবাই আমাকে আঙ্কেল আঙ্কেল বলে সম্বোধন করছে! সেদিন বুঝে নেবো আমার রব আমাকে কবুল করেছেন, আমার মাঝে পূর্ণদ্বীনদার ব্যক্তির গেটাপ ধারণ করিয়ে দিয়েছেন। সেদিন নিজেকে প্রকৃত রাসূলের প্রেমিক হিসেবে দাবি করতে পারবো।

— আচ্ছা, দাড়ি রাখবি ভালো কথা! এখনই কেন রাখতে হবে?এখনো বিয়ে শাদী করিস নাই। সবেমাত্র ভার্সিটিতে উঠলি। এখন দাড়ি রাখার দরকার নেই, বয়স যখন বেশি হয়ে যাবে তখন রেখে দিস।

— আমি বুঝলাম না ভাই, দাড়ির সাথে বয়সের কি সম্পর্ক? আর তাছাড়া কোথাও কি লেখা আছে বিয়ের পর বয়স বৃদ্ধি পেলেই দাড়ি রাখতে হবে বিয়ের আগে রাখা যাবে না? আর এটাও হয়তো তোরা জানিস দাড়ি কাটা একটা বড় ধরনের গুনাহের কাজ। আমি চাইনা দাড়ি কেটে গুনাহ ইনকাম করতে।

— দাড়ি কাটলে কি গুনাহ হয়?

— কেন তুই আলেমদের মুখ থেকে শুনিস নাই? যে কোন জিনিস চুরি করলে সেই গুনাহ টা তৎক্ষণাতই হয়, শুধুমাত্র তখনই তার গুনাহ লেখা হয়। কেউ যদি যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়, লিপ্ত থাকাকালীন সময়টা-ই তার গুনাহ লেখা হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত ই তার গুনাহ লেখা হবে। কিন্তু কেউ যদি তার দাড়ি এক মুষ্টি হওয়ার পূর্বে কেটে ফেলে আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ দাড়ি এক মুষ্টি হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত গুনাহে জারিয়া হিসেবে তার আমল নামায় গুনাহ লিপিবদ্ধ হতেই থাকবে। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত সে দাড়ি কাটতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার গুনাহ হতেই থাকবে। আর তাছাড়া হাদিসেও দাড়ি রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।